2182 - বনোমাযীর বধিি-বধিান

প্রশ্ন

প্রশ্ন: সহহি হাদসিে সুস্পষ্টভাবে এসছেে যে, নামায ত্যাগকারী কাফরে। আমরা যদি হাদসিরে বাহ্যকি অর্থ গ্রহণ করি তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগকারীকে উত্তরাধকিার সূত্রে প্রাপ্য যাবতীয় অধকিার থকেে বঞ্চতি করা, তাদরে জন্য বশিষে গোরস্তান নর্িধারণ করা, তাদরে জানাযার নামায না-পড়া ও সালাম না-দওেয়া ওয়াজবি। যহেতেু কাফররে নরিাপত্তা ও সালাম পাওয়ার অধকিার নইে। আমরা জানি যে, আমরা যদি নামাযীদরে একটা পরসিংখ্যান প্রস্তুত করি তাহলে দখো যাবে মুসলমি ও অমুসলমি পুরুষদরে মধ্যে নামাযীর সংখ্যা ৬% এর বশেি হবে না। নারীদরে মধ্যে এ সংখ্যা আরও কম হবে। এক্ষত্রেে শরয়িতরে হুকুম কি? নামায ত্যাগকারীকে সালাম দওেয়া ও সালামরে জবাব দওেয়ার হুকুম কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

মুসলমানদরে মধ্যে যে ব্যক্তি নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে না, কন্িতু ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে তার হুকুমরে ব্যাপারে আলমেগণ মতভদে করছেনে। কারো কারো মতে, এমন ব্যক্তি কাফরে; তাকে মুসলমি মল্লিাত ত্যাগকারী 'মুরতাদ' হসিবেে গণ্য করা হবে এবং তনিদনিরে মধ্যে তওবা করার জন্য আহ্বান জানানো হবে। তনিদনিরে মধ্যে তওবা না করলে তাকে 'মুরতাদ' হওয়ার অপরাধে হত্যা করা হবে। তার জানাযা নামায পড়া হবে না। মুসলমানদরে কবরস্থানে দাফন করা হবে না। জীবতি বা মৃত কোন অবস্থায় তাকে সালাম দওেয়া হবে না এবং তার সালামরে জবাব দওেয়া হবে না। তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হবে না, আল্লাহর রহমত কামনা করা হবে না। সে কারো থকেে উত্তরাধকিার সম্পত্তি পাবে না এবং তার থকেওে কউে উত্তরাধকিার সম্পত্তি পাবে না। বরং তার সম্পত্তি বায়তুল মালরে ফান্ডে বাজয়োপ্ত করা হবে। নামায ত্যাগকারীদরে সংখ্যা বশেি হোক কংিবা কম হোক; সংখ্যার কম-বশেি হওয়ার কারণে হুকুমরে কোন তারতম্য হবে না।

এ অভমিতটি অধকি শুদ্ধ ও দললিরে দকি থকেে অধকি অগ্রগণ্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী হচ্ছে- ""আমাদরে ও তাদরে মধ্যে চুক্তি হলো নামাযরে। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল, সে কুফরি করল।"[মুসনাদে আহমাদ ও সুনান গ্রন্থসমূহে সহহি সনদে হাদসিটি বর্ণতি হয়ছেে]

হাদসিে আরও এসছেে- "কোন ব্যক্তরি মাঝে এবং শর্িক ও কুফররে মাঝে সংযোগ হচ্ছে সালাত বর্জন।"[সহহি মুসলমি]

জমহুর আলমে (অধকিাংশ মাযহাবরে আলমেগণ) বলনে: যদি কউে নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে তাহলে সে ব্যক্তি

কাফরে ও ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদ। ইতপিূর্বে প্রথম অভমিতে বস্তিারতিভাবে যসেব হুকুম-আহকাম উল্লখে করা হয়ছে সসেব হুকুম এমন ব্যক্তরি ক্ষত্রেে পুরোপুরভিাবে প্রযোজ্য। আর যদি সে ব্যক্তি নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার না করে, কন্তিু অলসতাবশতঃ নামায ত্যাগ করে তাহলে সে ব্যক্তি কবরিা গুনাহগার। তবে সে মুসলমি মল্লিাত থকেে খারজি হয়ে যাবে না। তাকে তনিদনিরে মধ্যে তওবা করার আহ্বান জানানো ফরয হবে। সে এ আহ্বানে সাড়া দলি, আলহামদুলল্লিাহ। আর সাড়া না দলি তাকে নামায বর্জনরে শাস্তি হসিবেে হত্যা করা হব; কাফরে হসিবেে নয়। হত্যার পর এ ব্যক্তকিে গোসল দয়ো হব, কাফন পরানো হব, তার জানাযা নামায পড়া হব, তার জন্য ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করা হব, মুসলমানদরে কবরস্থানে দাফন করা হব, সে উত্তরাধকিার সম্পত্তি পাবে এবং তার থকেওে অন্যরো উত্তরাধকিার সম্পত্তি পাব। সারকথা হলো, জীবতি বা মৃত একজন গুনাহগার মুসলমানরে যাবতীয় বধিি-বধিান সে ব্যক্তরি ক্ষত্রেে প্রযোজ্য হব।